দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
২৭ মে ২০১২

মৌলভীবাজারের মিষ্টি আনারস

• বিকুল চক্রবর্ত্তী •

মৌলভীবাজার। এ অঞ্চলের পাহাড় থেকে আসে বাংলাদেশের সবচেয়ে মিষ্টি ও নির্দিষ্ট সময়ের একমাস আগে ওঠা অনারস। দীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে উৎপাদিত এই আনারস দেশের বিভিন্ন জেলার চাহিদা মেটাচ্ছে। তবে অপরিকল্পিতভাবে পাহাড়ে পাহাড়ে রিসোর্ট গড়ে উঠায় উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া বাড়ি ঘর স্থাপনা, পাহাড়ের মাটি কেটে বিক্রি ও পাহাড় কিনে ফেলে রাখা আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

মৌলভীবাজার কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর জেলার শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, বড়লেখা ও রাজনগর উপজেলায় মোট ১১৩০ হেক্টর এলাকায় আনারসের চাষ হয়েছে। মোট উৎপাদন হয়েছে ১৭ হাজার ১৭৯ মে.টন, যা অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা কম। এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল জলিল মিয়া বলেন, বাংলাদেশের যেকোনো জায়গার আনারসের চেয়ে এ এলাকার আনারস মিষ্টি বেশি। তাছাড়া এক মাস আগে ওঠার কারণে কৃষকরা দামও পায় বেশি। তবে এ এলাকার আনারস অন্যান্য এলাকার চেয়ে একটু ছোট। জেলার ৭ উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনারস চাষ হয় শ্রীমঙ্গল উপজেলায়। শ্রীমঙ্গল বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন নগরী হওয়ায় দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন শ্রীমঙ্গলের জায়গা কিনছে। উৎপাদনশীল কোনো পাহাড়ের মালিক বদল হওয়ার পর বিশেষ করে আনারসের বাগান খালি রাখছে অথবা কেউ কেউ বনায়ন করছে। এ ব্যাপারে শ্রীমঙ্গল কৃষি কর্মকর্তা সুকল্প দাশ বলেন, আনারসের উৎপাদন খুব একটা না বাড়লেও এটি যাতে আর কমে না যায় সেদিকে তারা লক্ষ্যে রেখে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছেন। তা ছাড়া আনারসে অন্যান্য ফসলের চেয়ে রোগ-বালাই কম। পোকা-মাকরের উপদ্রপ থাকে সহনীয় মাত্রায় যার কারণে কোনো কীটনাশক লাগে না। এ থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন কৃষকরা।

এক সময় শ্রীমঙ্গলে এত আনারসের উৎপাদন হত যে আনারস বিক্রির জন্য নির্ধারিত শ্রীমঙ্গল পুরাতন বাজারে স্থান সংকুলান না হয়ে এর বিস্তার দাঁড়াত পার্শ্ববর্তী গদার বাজার পর্যন্ত। কিন্তু সে দৃশ্য গত কয়েক বছরে পাল্টে গেছে। তবে শ্রীমঙ্গলের আনারস চাষি মকন মিয়া ও আছকির মিয়া জানান, প্রথম মৌসুমে আনারসের ভাল দাম পেলেও ভরা মৌসুমে একসাথে সব আনারস কেটে ফেলতে হয়। না হলে আনারস গাছেই নষ্ট হয়ে যায়। একসাথে বাজারে চারদিক থেকে যখন আনারস আসে তখন দাম পড়ে যায় অনেক সময় উৎপাদন ব্যয় ও পরিবহন খরচ ওঠে না। কয়েক বছর আগে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অনেক কৃষক বাগান থেকে আনারস না কেটে বাগানেই নষ্ট করে দেয়।

এ অবস্থার থেকে উন্নতির জন্য কৃষকরা জানান, এই মিষ্টি আনারসকে সম্বল করে এ এলাকায় একটি ফুড প্রেসেসিং ফ্যাক্টরি গড়ে উঠাসহ আনারসের জন্য কয়েকটি হিমাগার স্থাপন হলে অন্তত কৃষকরা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।